গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ মে/২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৮-০৫-২০২৩
সভার সময়	বেলা-০২.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে মে/২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা শুরু করেন। তিনি পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পিজিসিএল)-এ নবযোগদানকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকৌ. মোঃ গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী-কে শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর, সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ৩০-০৪-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এপ্রিল/২০২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ৩০-০৪-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে অডিট ও মামলা সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। অন্যান্য দপ্তর ও কোম্পানীসমূহের কোন বিষয় এ বিভাগে অনিষ্পন্ন নেই মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে। বিইআরসি'র অনিষ্পন্ন বিভিন্ন প্রবিধানমালা/ নীতিমালার বিষয়ে প্রশাসন-৩ শাখা হতে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, এনবিআর এর সাথে পেট্রোবাংলার অমীমাংসিত বিষয়সমূহ দ্রুত নিরসন করা দরকার। না হলে গ্যাস কোম্পানীসমূহ দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এলএনজি আমদানি পর্যায়ে একবার এবং এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশনের পর বিক্রয়ের সময় আরেকবার মোট দু'বার ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। গ্যাস একটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হওয়ার পরও এর বিপরীতে ১৫% ভ্যাট/ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, যা অযৌক্তিক। আসন্ন বাজেট পর্যবেক্ষণের পর এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় জানানো হয় যে, নির্ধারিত রেটে বিসিআইসি'র নিকট হতে গ্যাসের মূল্য বাবদ বকেয়া আদায়ের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারসংক্ষেপটি আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী হতে প্রাপ্ত পিডিবি ও আইপিপি'র নিকট বকেয়া আদায়ের সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কতিপয় আইপিপি প্রতিষ্ঠান অক্টোবর/২২ পর্যন্ত গ্যাস বিল পরিশোধ করেছে এবং বিল পরিশোধ না করায় কয়েকটি আইপিপি প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। সভাপতি আইপিপি প্রতিষ্ঠান হতে গ্যাসের বকেয়া আদায়ে কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, সভাপতি পিডিবি'র নিকট হতে বকেয়া আদায়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট কমিটির নিয়মিত সভা করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন কার্যক্রমের তথ্য (কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পর্যবেক্ষণের পর এনবিআর এর সাথে পেট্রোবাংলার অমীমাংসিত বিষয়সমূহ নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) নির্ধারিত রেটে বিসিআইসি'র নিকট হতে গ্যাসের মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট দ্রুত সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) তদারকি করবে। (ঘ) আইপিপি'র নিকট বকেয়া আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইপিপি বকেয়া পরিশোধ না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। (ঙ) পিডিবি'র নিকট হতে বকেয়া আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা/ যুগ্মসচিব (অপা-২) ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় সন্তোষজনক পাওয়া যায়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিডিসিএল জানান যে, বিজিডিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের উপর উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে বিজিডিসিএল পরিচালনা পর্ষদ সভায় আলোচনা করা হয়েছে। সভায় গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিটিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বিজিডিসিএল ও জিটিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রম অবলোকনপূর্বক অন্যান্য কোম্পানীসমূহের এ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন যে সকল কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি সে সকল কোম্পানীসমূহের এ কার্যক্রমের অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিপিসি/পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানী
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রামের উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় বিষয়ে query করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে প্রাপ্ত query'র জবাব পর্যালোচনার জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৯-০৯-২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অঞ্চলভিত্তিক অফিস এবং ৮৫৯ জন বিশিষ্ট একটি কাঠামো তৈরি করা হয়। প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য গত ০৬-০৪-২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি হিসেবে সভায় জানানো হয় যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনরায় চাহিত query'র তথ্যাদি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০৮-০৫-২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের বিষয়ে ভেন্ডরের সাথে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং ভেন্ডরকে আগামী ০১ মাসের মধ্যে ড্যাশবোর্ডের একটি প্রোটোটাইপ প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, Energy Sector Smart Master Plan এর একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি পর্যালোচনাক্রমে দেখা যায় যে, উক্ত কর্মপরিকল্পনাটি কেবলমাত্র হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা'র প্রতিনিধি'র সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হবে। উপসচিব (উন্নয়ন-১) জানান যে, Integrated Power and Energy Master Plan এর চূড়ান্ত খসড়া জাইকা কর্তৃক ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়াটি পত্রের মাধ্যমে জারির লক্ষ্যে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। এপিএ'র প্রমাণকের অংশ হিসেবে পত্রটি দ্রুত জারির জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) আগামী সমন্বয় সভায় Energy Sector Smart Master Plan এর অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। (গ) Integrated Power and Energy Master Plan এর চূড়ান্ত খসড়া পত্রের মাধ্যমে দ্রুত জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ ও উন্নয়ন-১ অধিশাখা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৩.৫	পরিচালক (বিপণন), বিপিসি জানান যে, এসপিএম উইথ ডবল পাইপলাইন প্রকল্পের কমিশনিং এর কার্যক্রম আগামী ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে Crude oil এর First filling এর মাধ্যমে শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদারের তরফে যাবতীয় প্রস্তুতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের Employer বিপিসি এর তরফে First filling এর জন্য Crude oil এবং প্রয়োজনীয় টাগবোটসমূহ যথাসময়ে সরবরাহ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। Crude oil এর First filling এর কমিশনিং সফলভাবে সম্পন্ন হলে HSD লাইন কমিশনিংসহ যাবতীয় কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্নকরত: প্রকল্পটি উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ নিবিড় তদারকিপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কোন প্রকল্প বর্তমানে পেট্রোবাংলার নেই। উদ্বোধনযোগ্য কোন প্রকল্প/কার্যক্রম সম্পন্ন হলে তা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করা হবে।	এসপিএম উইথ ডবল পাইপলাইন প্রকল্পটি আগামী জুলাই/২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	পরিকল্পনা/প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-১/ পেট্রোবাংলা/ বিপিসি/ইআরএল

৩.৬	(ক) উপসচিব (অপারেশন-১) সভায় জানান যে, বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া ও চলমান পাওনা আদায়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পবরর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৭/০৪/২০২৩ তারিখে এ বিভাগ হতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয়েছে। তদানুযায়ী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড কর্তৃক ০৩/০৫/২০২৩ তারিখে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডকে ৯,৯৪,০০,০০০/- (নয় কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকা পরিশোধ করেছে। তাছাড়াও, বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে ২৩/০৫/২০২৩ তারিখে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড হতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডকে পত্র দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, বাংলাদেশ বিমান প্রতিমাসে পূর্বের বকেয়া থেকে ১০ কোটি টাকা করে পরিশোধ করবে মর্মে অবহিত করেছে। সভাপতি বকেয়া আদায়ে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) সভায় জানান যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture এর মাধ্যমে এলপি গ্যাস কোম্পানী কর্তৃক আমদানি-নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি আগামী সভায় এ বিষয়ে অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক মাসিক ১০-১৫ কোটি টাকা করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিডিং প্রক্রিয়ায় Joint Venture এর মাধ্যমে আমদানি-নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে আগামী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপা-২ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ
৩.৭	সভায় এপ্রিল/২৩ মাসের দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্যাদি এবং এপ্রিল/২৩ মাসের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিবেদনাধীন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ১৪টি এবং উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা ৩টি। উপসচিব (বাজেট) বলেন যে, অডিট অফিসের প্রতিনিধি না পাওয়ায় এপ্রিল/২৩ মাসে কোন দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে এ বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪-০৯-২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। উক্ত সভায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার ফলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি আগামী সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সভাপতি আগামী সভায় উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। (খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে গত ০৪-০৯-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.৮	(ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) সভায় মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে সর্বশেষ তথ্য ইনপুটের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর বেশিরভাগ মামলার তথ্যাদি মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে ইনপুটের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তবে বিপিসির আওতাধীন এলপি গ্যাস লিমিটেড ও	(ক) যে সকল প্রতিষ্ঠানের মামলার তথ্যাদি মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে আপডেট করা হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সফটয়্যারে আপডেট করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশা-৩ শাখা/ অপা-১ শাখা/অপা-৪

	এসএওসিএল এর মামলার তথ্যাদি এখনো আপডেট করা হয়নি। সভাপতি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মামলার তথ্য আপডেট করার নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক মেইনটেন্যান্স এর জন্য ভেন্ডরের সাথে দ্রুত চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে RFQ আহ্বানের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত Quotation এর বিষয়ে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা গত ২৫-০৫-২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভেন্ডরের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর সফটওয়্যারটি ব্যবহারে বিভিন্ন মাত্রা যোগ করা সম্ভব হবে। (খ) সভায় জানানো হয় যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট হতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। তবে, অনেক জেলা হতে অভিযানের শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন ২০১৮ ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) আইন, ২০১৮ অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বগুড়া, খাগড়াছড়ি ও গাজীপুর কর্তৃক এপ্রিল ২০২৩ মাসে যথাক্রমে ৬৪,৫০০/-, ৫০০/- ও ৫,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৭ (সতের)টি জেলা হতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। পরিচালক (বিপণন), বিপিসি জানান যে, দেশে ভেজাল জ্বালানি তেলের বিস্তার, অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধে ও সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাক্ড পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই এর প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিপণন কোম্পানীসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, এপ্রিল/২০২৩ মাসে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিপণন কোম্পানিসমূহ দেশব্যাপী মোট ১৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ ৭টি, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ৫টি এবং যমুনা অয়েল কোম্পানী ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে।ওজনে কম দেওয়া এবং অন্যান্য ত্রুটিজনিত কারণে পিওসিএল এর ৫টি, এমপিএল এর ৩টি এবং জেওসিএল এর৩টিসহ সর্বমোট ১১টি ফিলিং স্টেশনকে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৫টি ফিলিং স্টেশনের কার্যক্রম সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। (গ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে,, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ বিভাগে সংযুক্তি বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। আগামী মাসে নির্বাহী ম্যাজেস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে মর্মে জানানো হয়েছে। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, এ	(খ) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক মেইনটেন্যান্স এর জন্য ভেন্ডরের সাথে দ্রুত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। (গ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সংযুক্তিপূর্বক নিয়োগের লক্ষ্যে এবং উপসচিব, জনাব এস এম জাকারিয়া ও সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম এর অনুকূলে ম্যাজেস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) তদারকিপূর্বক আগামী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন। (ঙ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ই-দরপত্রযোগ্য দরপত্রসমূহ শতভাগ ই-দরপত্রের মাধ্যমে করতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে অগ্রগতি প্রেরণ করতে হবে।	শাখা/আইসিটি শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

	বিভাগে কর্মরত উপসচিব, জনাব এস এম জাকারিয়া ও সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম এর অনুকূলে ম্যাজেস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের জন্য গত ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) এ বিষয়েও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করবেন মর্মে সভায় অবহিত করেন। (ঘ) সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থা কোম্পানীর ই-দরপত্রের তথ্যাদি সন্তোষজনক পাওয়া যায়। সভাপতি ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ই-দরপত্রযোগ্য দরপত্রসমূহ শতভাগ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৯	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩টি চ্যালেঞ্জিং সূচকের মধ্যে আলীহাট আয়রন ফিল্ডের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডির ড্রাফট ইন্টারিম রিপোর্ট ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। ৩ডি সিসমিক জরিপের কার্যক্রম শতভাগ অর্জিত হয়েছে এবং বিপণনকৃত কঠিন শিলার অর্জন শীঘ্রই শতভাগ অর্জিত হবে। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র অর্জন সন্তোষজনক রয়েছে। সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র প্রমাণক প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র প্রমাণক প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ এপিএ টিম/ প্রশাসন-২ অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে গত ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিকট কার্যবিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সচিব মহোদয় আলোচনা করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ নিয়মিতভাবে সমন্বয় সভায় আলোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রশাসন-৩ অধিশাখা হতে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনার লক্ষ্যে এজেন্ডাভুক্ত করার জন্য ইউ.ও নোট প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৩টি রয়েছে। তন্মধ্যে, কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়টি সমন্বয় সভায় আলোচনা হচ্ছে। অপর দুটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষণে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের স্বার্থে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কিংবা হিসাবরক্ষণে বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে' এবং 'চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাংলাদেশ এনার্জি পোর্ট লিমিটেড নামক Memorandum of Association, Articles of Association এবং Joint Venture and Shareholders Agreement এর খসড়ার অনুমোদন'। সভাপতি সিদ্ধান্ত দুটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে আগামী সমন্বয় সভায় সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) তদারকি করবেন। (খ) 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষণে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের স্বার্থে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কিংবা হিসাবরক্ষণে বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে' সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করত হবে। বিষয়টি উপসচিব (প্রশাসন-৩) তদারকি করবেন। (গ) 'চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাংলাদেশ এনার্জি পোর্ট লিমিটেড নামক Memorandum of Association, Articles of Association এবং Joint Venture and Shareholders Agreement এর খসড়ার অনুমোদন' সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করত হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২) তদারকি করবেন।	সকল অনুবিভাগ/যুগ্মসচিব (অপা:-২)/উন্নয়ন-২ উপসচিব (প্র-৩)/ অপারেশন-৩ শাখা ও বিপিসি/ পেট্রোবাংলা

৩.১১	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) এপ্রিল/২০২৩ মাসের অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করেন। সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ প্রদানের কাজে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, অবৈধ সংযোগ প্রদানের কাজে বিজিডিসিএল এর জড়িত ৪ জন কর্মকর্তা ও ০৩ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, অবৈধ সংযোগ প্রদানের কাজে টিজিটিডিসিএল এর জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হচ্ছে। সভায় এপ্রিল/২৩ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। তথ্যাদি পর্যালোচনায় সন্তোষজনক পাওয়া যায়। সভাপতি বকেয়া আদায়ে কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখারও নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি বিধি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে পেট্রোবাংলা হতে প্রস্তাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি দ্রুত প্রস্তাবটি এ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) উল্লেখ করেন যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০২০ এর বিষয়ে গত ০৯-০৪-২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া বিধিমালার বিষয়ে ভেটিং গ্রহণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। আগামী ২/১ দিনের মধ্যে নথিটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি (দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিগত তিন মাসে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্যসহ) সুনির্দিষ্ট ছক আকারে (ছকের সকল তথ্য পূরণপূর্বক) এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে বকেয়া আদায়ের তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। (ঘ) বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি বিধি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পেট্রোবাংলা হতে দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (চ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০২০ এর বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/

৩.১২	বিবিধ আলোচনা: (ক) পরিচালক (অপারেশন), পেট্রোবাংলা সভায় জানান যে, দেশব্যাপী স্থাপিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের GPS লোকেশন ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৩/০৪/২০২৩ তারিখ পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) বরাবর চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি পেট্রোবাংলা পর্যায়ে পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। (খ) মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে পূর্বে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করে বুয়েট কর্তৃক স্টাডির একটি শর্টলিস্ট হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে। এ শর্টলিস্ট সম্পর্কে এবং গবেষণা সংক্রান্ত কমিটি গঠনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদনের পর এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (গ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে উৎপাদিত অফস্পেক পেট্রোলের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন গত ২৪-০৫-২০২৩ তারিখে সচিব মহোদয়ের নিকট দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির এপ্রিল/২৩ মাসের শূন্য পদে নিয়োগের তথ্য উপস্থাপন করেন। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ৪০ শতাংশের অধিক পদ শূন্য সেগুলো দ্রুত পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঙ) সভায় জানানো হয় যে, এসিআর অনুশাসনমালার বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ডোসিআর সংরক্ষণ, বিরূপ মন্তব্য বহাল/অবলোপন ও অন্যান্য বিষয়ে এসিআর অনুশাসনমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) আরপিজিসিএল এর আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি ফিলিং স্টেশনের তালিকা জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নের লক্ষ্যে দাখিলকৃত কমিটির প্রতিবেদন পেট্রোবাংলা পর্যায়ে পর্যালোচনাপূর্বক দ্রুত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বুয়েটের সাথে স্বাক্ষরিত এমওইউ এর আলোকে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিসিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্টটি চালুর বিষয়ে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে শূন্য পদ রয়েছে সে সকল শূন্য পদ পূরণে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং শূন্য পদে নিয়োগ/পদোন্নতির অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। গত এক মাসে কতজনকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য উল্লেখ করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা/ প্রশাসন-৩ ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.২৪১

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৭ জুন ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৫) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৬) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৮) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৯) যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১২) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসহ
১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব